10498 - উটপাখি জবাই করা হলে এর মাংস খাওয়া জায়েয

প্রশ্ন

উটপাখির মাংস খাওয়া কি জায়েয?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

হ্যাঁ, আপনাদের জন্য উটপাখির মাংস খাওয়া জায়েয। কারণ আল্লাহ তাআলা আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে সব কিছুকে বান্দাদের সেবায় নিয়োজিত করার মাধ্যমে তাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন বলে উল্লেখ করেছেন।

যে সমস্ত প্রাণী খাওয়া হালাল সেগুলোকে সীমাবদ্ধ করা কঠিন। সমস্ত প্রাণীর ক্ষেত্রে মূল বিধান হলো: সামগ্রিক বিবেচনায় হালাল হওয়া; কেবল যেগুলোর ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম বিধান দেয়া হয়েছে সেগুলো ছাড়া। তাই হারাম প্রাণীগুলোকে নিম্নোক্ত তালিকায় সীমাবদ্ধ করা যায়:

এক: শূকর। কুরআন ও সুন্নাহর দ্ব্যর্থহীন দলিলের মাধ্যমে এটি হারাম এবং এটি হারাম হওয়ার সপক্ষে ইজমা সংঘটিত হয়েছে।

দুই: প্রত্যেক তীক্ষ্ণ দাঁতধারী হিংস্র প্রাণী। যেমন: সিংহ, বাঘ, চিতাবাঘ, নেকড়ে, কুকুর প্রভৃতি।

তিন: প্রত্যেক থাবাধারী পাখি। যেমন: চিল, বাজপাখি, শকুন, ঈগল ইত্যাদি।

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন: "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক তীক্ষ্ণ দাঁতধারী হিংস্র প্রাণী এবং প্রত্যেক থাবাধারী পাখি থেকে নিষেধ করেছেন।"[হাদীসটি মুসলিম (১৯৩৪) বর্ণনা করেন]

চার: গৃহপালিত গাধা।

আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাইবারের বছর মুত'আ বিবাহ ও গৃহপালিত গাধার মাংস নিষিদ্ধ করেছেন।[হাদীসটি বুখারী (৫২০৩) ও মুসলিম (১৪০৭) বর্ণনা করেন]

পাঁচ: যে সব প্রাণী হত্যা করার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। যেমন: সাঁপ, বিচ্ছু ও ইঁদুর।

ছয়: নকিৃষ্ট প্রাণীসমূহ। কারণ হালাল বা হারাম নর্িধারণরে ক্ষত্রেে ববিচেয মূলনীতগিুলোর মধ্যে অন্যতম হলো উত্তম হওয়া বা নকিৃষ্ট হওয়া। শাফয়েী রাহমিাহুল্লাহ এটাকে সর্বাধকি গুরুত্বপূর্ণ ও সাধারণ মূলনীতি গণ্য করছেনে। এক্ষত্রেে দলীল হলো আল্লাহর বাণী:

وَيُحَرِّمُ عَلَيۡهِمُ ٱلۡخَبَٰٓئِثَ

“তনিি তাদরে জন্য খারাপ জনিসিগুলো হারাম করনে।”[সূরা আল-আ’রাফ: ১৫৭]

এবং আল্লাহর বাণী:

يَسۡـَٔلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَهُمۡۖ قُلۡ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰتُ

“তারা আপনার কাছে জানতে চায়, তাদরে জন্য কী হালাল করা হয়ছে, আপনি বলুন: তোমাদরে জন্য যাবতীয় পবত্রি বস্তু হালাল করা হয়ছে।”[সূরা মায়দো: ৪]

উপরোক্ত আলোচনার ভত্তিতিে এতে কোন সন্দহে নইে য, উটপাখরি মাংস হালাল। ফকীহরা বশে কয়কেটি স্থানে উটপাখরি মাংস হালাল হওয়ার বষিয়টি উল্লখে করছেনে। তন্মধ্যে রয়ছে:

ক. জবাই। কভিাবে জবাই করা প্রাণীর জন্য আরামদায়ক সটেি উল্লখে করতে গয়িে তারা বলছেনে: যে প্রাণীর গলা ছোটে তার গলায় জবাই করা হব। আর যে প্রাণীর গলা লম্বা, তার গলদশেে জবাই করা হব। যমেন: উট, উটপাখি ও রাজহাঁস। কারণ এভাবে জবাই করা রূহ বরে হওয়ার জন্য সহজতর।

খ. ইহরাম অবস্থায় শকিারকৃত প্রাণীর বদলা দান। শাফয়েী বলনে: ‘ইহরামরত ব্যক্তি যদি একটি উটপাখি শকিার করে তাহলে তার উপর একটি উট ওয়াজবি হব।’[আল-উম্ম: (২/২১০)]

গ. উটপাখরি নানান অংশ হালাল হওয়া। ইবনে হাযম বলনে: “যে ব্যক্তি শপথ করছে যে সে ডমি খাবে না, সক্ষেত্রেে তার শপথ কবেল মুরগীর ডমি খলেইে ভঙ্গ হব। উটপাখি ও অন্য সকল পাখরি ডমি খলেে ভঙ্গ হবে না। মাছরে ডমি খলেওে শপথ ভঙ্গ হবে না। এর কারণ যা আমরা ইতঃপূর্বে উল্লখে করছে। এটি আবু হানীফা, শাফয়েী ও আবু সুলাইমানরে মত।”[আল-মুহাল্লা: (৬/৩২৭)]

একটি ফায়দা:

ফাইয়ুমী বলনে:

نعامة শব্দটি নর-নারী উভয়রে ক্ষত্রেে ব্যবহৃত হয়, বহুবচনে نعام[আল-মসিবাহুল মুনীর: (পৃ. ৬১৫)]

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।